তারিখ 18 DEC 1994
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2
05

দৈনিক বাংলা

বগুড়ায় শহীদ জিয়া স্মৃতি বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

নেতৃত্বদানের জন্য ছাত্রদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হবে

বগুড়া, ১৭ ডিসেম্বর (বাসস)।– প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ এখানে ৬০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে শহীদ জিয়াউর রহমান স্মৃতি বৃত্তি প্রদান করেন। এরা বগুড়া জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল।

বেগম খালেদা জিয়া জেলার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান স্মৃতি বৃত্তিদান কমিটির এ ধরনের বৃত্তি প্রদান চালু করার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিশ্বাস ছিল যে জাতির উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশে অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য উদ্যোক্তারা সারাদেশে এই বৃত্তি চালু করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সদস্যের বৃত্তি প্রদান কমিটি জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান বগুড়া থেকে শহীদ জিয়াউর রহমান স্মৃতি বৃত্তি চালু করেন। তারেক রহমান হলেন ৯ সদস্যের এই কমিটির চেয়ারম্যান। এই বৃত্তি প্রদান উপলক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শিক্ষামন্ত্রী জমিরুদ্দীন সরকার, হেলালুজ্জামান তালুকদার এমপি এবং তাজমিলুর রহমান বক্তৃতা করেন।

শহীদ জিয়া সূচিত বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিরা শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এলে দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করে তোলা অনেক সহজ হবে।

(৮–এর পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে

অনেক ধনী ব্যক্তির স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সম্পদদানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, তাদের পদাংক অনুসরণ করে আমরা শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করতে এবং শহীদ জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহদানে শহীদ জিয়া সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না।

শিক্ষা সমস্যা নিয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শহীদ জিয়ার অন্তরঙ্গ আলোচনার অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহীদ জিয়া বিদেশ সফরকালে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করাই ছিল তাদের বিদেশ সফরে সঙ্গে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য।

গোটা জাতিকে শিক্ষিত করার জন্য শহীদ জিয়ার সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সবচাইতে ভাল উপায় হল শিক্ষা বিস্তার এবং ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান করা।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শহীদ জিয়া শিশুদের প্রতিভা বিকাশের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি শিশু একাডেমী, শিশু পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং টেলিভিশনে নতুন কুঁড়ি অনুষ্ঠান চালু করেছিলেন।

তিনি সদ্য বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়াকে তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে বলেন। সুষ্ঠু শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ উন্নতি করতে পারে না বলে তিনি জানান। ছাত্রছাত্রীদের দেশের ভবিষ্যৎ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাদের যথাযথভাবে গড়ে তুলতে হবে।

বেগম খালেদা জিয়া দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের তৈরি হতে বলেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, জ্ঞান–বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তোমাদেরকে গোটা বিশ্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এ জন্য শিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এর আগে তিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলে সর্বস্তরের জনগণ আন্তরিকভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানান এবং তিনিও হাত নেড়ে অভিনন্দনের জবাব দেন।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী মজিবর রহমান, সংসদ সদস্য, জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিক্ষাবিদগণ এবং শত শত ছাত্রছাত্রী এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।